বিশ্ববাংলার স্টলে অভিষেক হবে জয়নগরের মোয়ার

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় • দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মুখে দিলে গলে যাওয়া কনকচূড় ধানের খই আর সুগন্ধী নলেন গুড়ে পাকানো জয়নগরের খাঁটি মোয়া এবার 'বিশ্ববাংলার' বিপণনকেন্দ্রে পাওয়া যাবে। চলতি মরশুমে এই মোয়া যাতে বিপণন কেন্দ্রের

মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছায় তা নিয়ে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এজন্য মিলিতভাবে কাজ করছে জয়নগর মোয়া নির্মাণকারী সোসাইটি, খাদি গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ, বিশ্ববাংলা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং। পাশাপাশি পরিকল্পনা রয়েছে, আগামী বছরে বিশ্ববাংলার হাত ধরে জয়নগরের মোয়াকে বিশ্ববাজারে নিয়ে যাওয়ার। আপাতত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত পাঁচশো গ্রামের প্যাকেটে ১০টি বড় মোয়া পাওয়া যাবে। যার একটির দাম নির্ধারিত হয়েছে ২০ টাকা। পুরো প্যাকেটের দাম ২০০ টাকা। চাহিদা অনুসারে এটা বাড়তে পারে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের (পিইও) কর্তা বিশ্বজিৎ সরকারের কথায়, মোয়াকে

১০টার প্যাকেটের দাম ২০০ টাকা

বিশ্ববাংলার বিপণনগুলির হাত ধরে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি তিনটি বিভাগে মিলিতভাবে কাজ করছি। তবে এটা যেহেতু খাদ্যপণ্য তাই বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগতে হচ্ছে। আশা করছি, খুব দ্রুত তা মানুষের হাতে তুলে দিতে পারব। জয়নগর মোয়া নির্মাণকারী সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অশোককুমার কয়ালও এর সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, এ নিয়ে সরকারি স্তরে যে গতিতে কাজ চলছে, তাতে চলতি মরশুমে বিশ্ববাংলার বিপণনকেন্দ্রগুলিতে বাক্সবন্দি জয়নগরের সুস্বাদু মোয়া পাওয়া যাবে।

জয়নগরের মোয়ার নামে কলকাতা ও শহরতলির বাজারে ভেজাল মোয়ার রমরমা। দিনের পর দিন কৃত্রিম সুগন্ধ দেওয়া, সাধারণ খইয়ের মোয়া কিনে ঠকে আসছেন মানুষ। দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে গত ২০১৫ সালের ৩ মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও ব মন্ত্রক 'খাদ্যপণ্য' হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের জয়নগরের মো জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন অব গুডস (জিআই) হিসাবে স্বী দেয়। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার জয়নগর মোয়া নির্মাণকারী সং আলাদা লোগো নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তার জন্য প্যাকেট, সে মোয়াতে খাদ্যগুণ হিসাবে কী কী র তা নির্ধারিত করা রয়েছে। জয়ন মোয়া জি আই স্বীকৃতি পাওয়ার প বিক্রি নিয়ে সরকারি স্তরে চিন্তাভাবনা চলছিল। আসল উ জয়নগরের খাঁটি মোয়াকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। আসল ও নকল মোয়া চিনতে পারার কৌশলটাও মানুষের স পরিষ্কার হয়ে যাবে। অশোককুমার কয়াল বলেন, জি আই পা পর মোয়া তৈরির সঙ্গে যুক্ত জয়নগরের কয়েকশো মানুষ হয়েছেন। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকারের বেঁধে দেওয়া নিয়ম অ স্বাস্থ্যসম্মত ও নির্ভেজাল মোয়া তৈরির পরিকাঠামো সকলের এজন্য জয়নগরে সরকারিভাবে কমন ফেসিলিটি সেন্টার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যাতে সকলে সেই পরিকাঠামোর সুযোগ তবে এখন ওই পরিকাঠামো যাদের রয়েছে তারাই খাঁটি করছেন। সেই মোয়াই বিশ্ববাংলার স্টলে দেওয়া হবে।

Bartaman, 14.12.16, Kolkata